মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৮

গবেষণা বিভাগ

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রতিবেদনটি গবেষণা বিভাগের অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে কোন মন্তব্য/পরামর্শ থাকলে ই-মেইল (arjina.efa@bb.org.bd; golam.moula@bb.org.bd) এ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

প্রতিবেদন প্রস্তুত কমিটি

প্রধান সমন্বয়কারী

ডঃ মোঃ আখতারুজ্জামান

অর্থনৈতিক উপদেষ্টা

সমন্বয়কারী

মাহফুজা আকতার

মহাব্যবস্থাপক

সদস্য

মুহঃ গোলাম মওলা

উপ-মহাব্যবস্থাপক

আরজিনা আক্‌তার ইফা

যুগ্ম-পরিচালক

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৮)

অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক অর্থনীতির চলমান গতিধারার প্রেক্ষাপটে ২০১৮ অর্থবছরের প্রথমার্ধে ঘোষিত মুদ্রানীতি কার্যক্রমের অর্জনগুলোর আলোকে দ্বিতীয়ার্ধের জন্য মুদ্রানীতি কার্যক্রম নির্ধারিত হয়েছে। আলোচ্য অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৫.৮ শতাংশ এবং এর মধ্যে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ১৬.৮ শতাংশ যার বিপরীতে মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৪.০৭ শতাংশ ও ১৭.৯৮ শতাংশ। গড় বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি আলোচ্য অর্থবছরের জন্য অনুমিত উর্ধ্বসীমা ৫.৫ শতাংশ এর বিপরীতে মার্চ ১৮ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৮২ শতাংশ। আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য কিছুটা উর্দ্ধমুখী প্রবণতা বিদ্যমান থাকায় এবং সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক/মানব সৃষ্ট দুর্যোগ (বন্যা, হাওড় এলাকায় জলোচ্ছাস, রোহিঙ্গা শরনার্থীদের অনুপ্রবেশ) এর ফলে দেশে খাদ্য উৎপাদন এবং সরবরাহের উপর চাপ সৃষ্টির সূত্রে মূল্যস্ফীতিতে উর্দ্ধমুখী প্রবনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রপ্তানি ও রেমিট্যান্স অন্তপ্রবাহে বৃদ্ধি সত্ত্বেও মূলতঃ আমদানি ব্যয় বেশি হওয়ায় বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য এর চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত ক্রমে হ্রাস পেয়ে মার্চ ২০১৮ শেষে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৩১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা টাকার ওপর অতিমূল্যায়ন চাপ উপশম করে রপ্তানীকারকদের প্রতিযোগিতার সামর্থ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক অবদান রাখবে।

২। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

মুদ্রা যোগান (M2) ঃ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা যোগান পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১০৫৬০.০৯ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ০.১৮ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১০৫৪১.১৩ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে এর প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২.৬৫ শতাংশ এবং ১.১৩ শতাংশ (সংযোজনী দ্রষ্টব্য)। মুদ্রা যোগান এর উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে মেয়াদি আমানত ০.৮০ শতাংশ বৃদ্ধি ও তলবি আমানত ৭.১৭ শতাংশ হ্রাস পায়। এ সময়ে জনগণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রার (Currency outside banks) পরিমাণ ০.৭৭ শতাংশ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ২.৭৮ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ ২০১৮ (এপ্রিল, ২০১৭ থেকে মার্চ, ২০১৮) শেষে মুদ্রা যোগানের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ৯.২৫ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ১৩.০৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল (চিত্র-১)।

চিত্র-১ঃ মুদ্রা যোগানের (এম২) প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

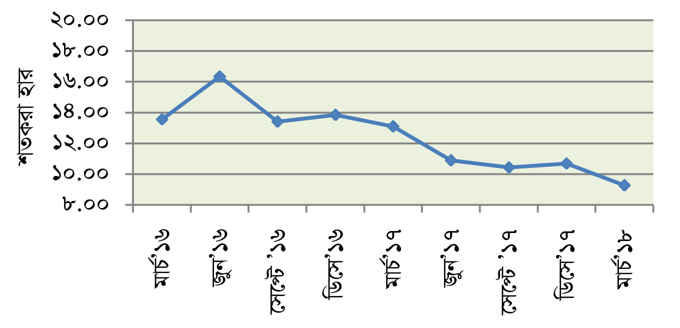

চিত্র-২ঃ বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

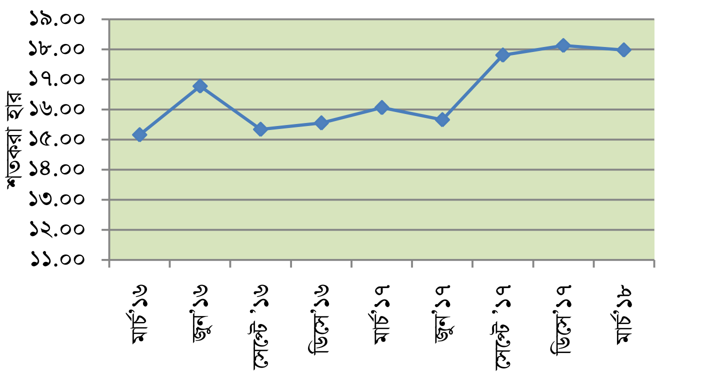

অভ্যন্তরীণ ঋণঃ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিক শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৯৫২৫.৩৫ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১.২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৯৬৪২.০৬ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে এ বৃদ্ধির হার ছিল ৪.২৯ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ ২০১৮ (এপ্রিল, ২০১৭ থেকে মার্চ, ২০১৮) শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৪.০৭ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ১২.১৮ শতাংশ।

অভ্যন্তরীণ ঋণের উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণ[১] এর স্থিতি ১৪.৫৪ শতাংশ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ৭.৫৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ ২০১৮ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণ এর স্থিতি ১৭.৪২ শতাংশ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ৯.৪৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে অন্যান্য সরকারি খাতে ঋণ[১] ০.২৭ শতাংশ হ্রাস এবং বেসরকারি খাতে ঋণ[১] ২.৮৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ৫.৭২ শতাংশ এবং ৩.০২ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ ২০১৮ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৭.৯৮ শতাংশ যা মার্চ ২০১৭ শেষে ছিল ১৬.০৬ শতাংশ (চিত্র-২)। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের ঋণের অংশ মার্চ ২০১৭ শেষের ৮৭.৩৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০১৮ শেষে দাঁড়ায় ৯০.৩৮ শতাংশ।

নীট বৈদেশিক সম্পদ ঃ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA) এর পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ০.৩৬ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৬৩০.৭১ বিলিয়ন টাকা যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ০.৩৭ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ২.৭৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ ২০১৮ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ এর পরিমাণ ৩.৫১ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা মার্চ ২০১৭ শেষে ১৫.৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

চিত্র-৩ঃ রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি (y-o-y)

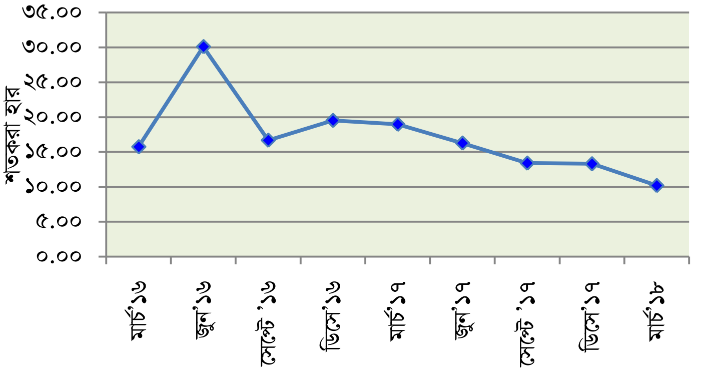

রিজার্ভ মুদ্রা ঃ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ২১৬৯.৮৪ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ২.১৮ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২১২২.৫০ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ০.৮০ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ০.৫৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় যথাক্রমে ১১.৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি ও ০.২৩ শতাংশ হ্রাস পায়। এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণের পরিমাণ ৮.৯৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ৩৮.০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ ২০১৮ (এপ্রিল, ২০১৭ থেকে মার্চ, ২০১৮) শেষে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণের পরিমাণ ১০২.৮৭ বিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ৪৯.৪৩ বিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ ২০১৮ (এপ্রিল, ২০১৭ থেকে মার্চ, ২০১৮) শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় ১০.২০ শতাংশ। পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৮.৯৮ শতাংশ (চিত্র-৩)।

[১] accrued interest সহ

মূল্যস্ফীতি

আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্য কিছুটা উর্দ্ধমুখী প্রবণতা বিদ্যমান থাকায় এবং সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক/মানব সৃষ্ট দুর্যোগ (বন্যা, হাওড় এলাকায় জলোচ্ছাস, রোহিঙ্গা শরনার্থীদের অনুপ্রবেশ) এর ফলে দেশে খাদ্য উৎপাদন এবং সরবরাহের উপর চাপ সৃষ্টির সূত্রে খাদ্য-মূল্যস্ফীতিতে উর্দ্ধমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বারো মাসের গড়ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'১৭ শেষের ৫.৭০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ'১৮ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৮২ শতাংশ (চিত্র-৪)। গড় খাদ্য মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'১৭ শেষের ৭.১৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ'১৮ শেষে দাঁড়িয়েছে ৭.৩১ শতাংশ। অপরদিকে, গড় খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'১৭ শেষের ৩.৫১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ'১৮ শেষে দাঁড়িয়েছে ৩.৫৬ শতাংশ। পয়েন্ট-টু-পয়েন্টভিত্তিক সাধারণ মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'১৭ শেষের ৫.৮৩ শতাংশ থেকে হ্রাস-বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে মার্চ'১৮ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৬৮ শতাংশ।

চিত্র-৪ঃ সাধারণ মূল্যস্ফীতির ত্রৈমাসিক গতিধারা (ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬=১০০)

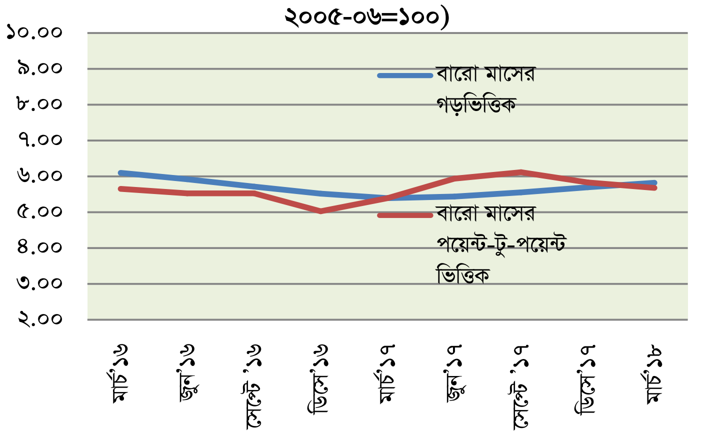

তারল্য পরিস্থিতি ঃ মার্চ, ২০১৮ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৩৯৪.৯৫ বিলিয়ন টাকা (চিত্র-৫)। এর মধ্যে দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ এর পরিমাণ ১৫৬৮.৭৩ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৬৫.৫০ শতাংশ), বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা ৭০৫.৫ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ২৯.৪৬ শতাংশ) এবং নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ১২০.৭২ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৫.০৪ শতাংশ) (চিত্র-৬)। উল্লেখ্য, ডিসেম্বর ২০১৭ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ ছিল ২৫০৪.৬১ বিলিয়ন টাকা।

চিত্র-৫ঃ মোট তরল সম্পদ

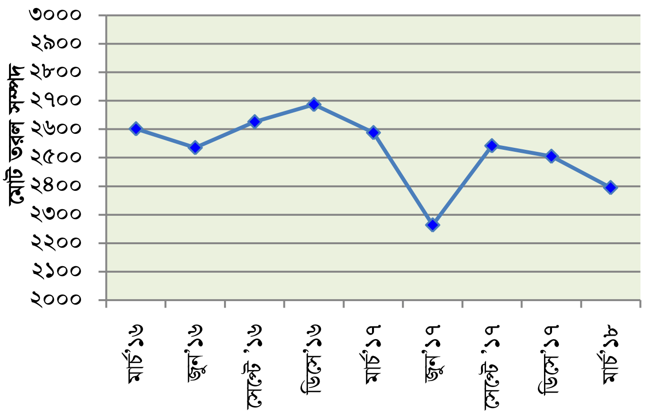

চিত্র-৬ঃ ব্যাংকসমূহের তারল্য পরিস্থিতি (মার্চ ২০১৮)

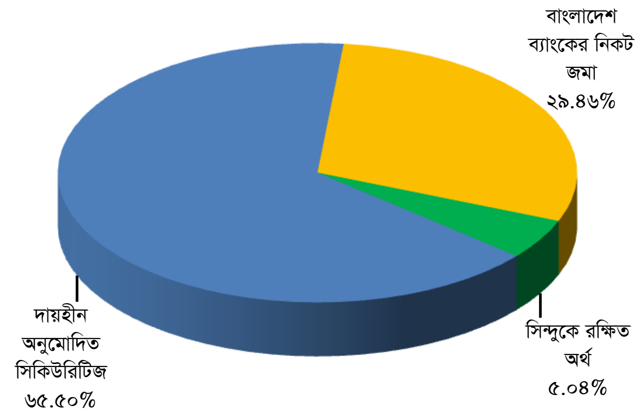

৩। মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য পূরণ এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার তারল্য পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করার পাশাপাশি আন্তঃব্যাংক বাজারে কল মানি রেট স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক রেপো এবং রিভার্স রেপো নিলাম পরিচালনার পাশাপাশি প্রয়োজনমত সময়ে সময়ে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার পরিবর্তন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৪ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার যথাক্রমে শতকরা ৭.২৫ ও ৫.২৫ ভাগ থেকে ৫০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৬.৭৫ ভাগ ও শতকরা ৪.৭৫ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছিল। সম্প্রতি ১৫ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ হতে রেপো সুদহার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৬.৭৫ ভাগ থেকে ৭৫ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৬.০০ ভাগে পুনঃনির্ধারিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, রিভার্স রেপো সুদহার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৪.৭৫ ভাগে অপরিবর্তিত রয়েছে।

কল মানি ঃ জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে সুদ হার দৈনিক ভিত্তিতে সর্বনিম্ন ১.৮০ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৫.০০ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকে। যে কোন ধরনের অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কলমানি মার্কেটে সুদ হারের গতিবিধির ওপর বাংলাদেশ ব্যাংক এর নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে মোট ৪৪৮৪.৭২ বিলিয়ন টাকা লেনদেন হয় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ৪২৯০.০০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১৯৪.৭২ বিলিয়ন টাকা বা ৪.৫৪ শতাংশ বেশি।

রেপো ঃ সার্বিকভাবে বাজারে তারল্য পরিস্থিতি সন্তোষজনক থাকায় জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে রেপো এর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর ০২টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এসব নিলামে ০৭ দিন মেয়াদি ২.০৪ বিলিয়ন টাকার ০২ টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং এর মধ্যে ১.৯৪ বিলিয়ন টাকার ০২ টি দরপত্র গৃহীত হয়েছিল। গৃহীত দরপত্রের সুদের হার ছিল ৬.৭৫ শতাংশ।

রিভার্স রেপো ঃ জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে রিভার্স রেপো এর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকেও রিভার্স রেপো এর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

সরকারি ট্রেজারি বিল ঃ জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ০৮টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামের মধ্যে ৯১ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ৩টি, ৯১ ও ১৮২ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ৩টি, ৯১ ও ৩৬৪ দিন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের ২টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত মোট ৫৪.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৪৩.৫২ বিলিয়ন টাকার অভিহিত মূল্যের ৫০৭টি দরপত্র পাওয়া যায় যার বিপরীতে ৫৪.০০ বিলিয়ন টাকার ১০৬টি দরপত্র গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ দাখিলকৃত দরপত্রের ২২.১৮ শতাংশ এবং নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ১০০.০০ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর কোন ডিভল্ভ করা হয়নি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৭) মোট ১১৩.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে দাখিলকৃত ৩৪৭.৮৭ বিলিয়ন টাকার দরপত্র হতে ১১৩.০০ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয়েছিল যা ছিল উক্ত সময়ে দাখিলকৃত দরপত্রের ৩২.৪৮ শতাংশ এবং লক্ষ্যমাত্রার ১০০.০০ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর কোন ডিভল্ভ করা হয়নি । উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত উভয় দরপত্রের শতকরা হার হ্রাস পেয়েছে।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সকল মেয়াদি সরকারি ট্রেজারি বিলের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয়ের পরিসীমা ছিল সর্বনিম্ন ৩.১০ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৪.২৫ শতাংশ যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ছিল সর্বনিম্ন ২.৯৭ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৪.৪৩ শতাংশ। জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে এ হারের পরিসীমা ছিল সর্বনিম্ন ২.৮৮ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৩.৫৭ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ৫৪.০০ বিলিয়ন টাকার ট্রেজারি বিল গৃহীত এবং ১১৮.০০ বিলিয়ন টাকার বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বিলের মেয়াদ পূর্তির ফলে ত্রৈমাসিক শেষে (৩১ মার্চ, ২০১৮) ট্রেজারি বিলের নীট স্থিতি পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের স্থিতি ২০৩.০০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৬৪.০০ বিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়ে ১৩৯.০০ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের স্থিতি ২১২.৫০ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ৭৩.৫০ বিলিয়ন টাকা কম।

বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ড ঃ জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে ২-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০২টি, ৫-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০২টি, ১০-বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০২টি এবং ১৫-বছর ও ২০-বছর (একত্রে) মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের ০২টি সহ মোট ০৮টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত ৩৪.০০ বিলিয়ন টাকার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৯০.৩৩ বিলিয়ন টাকার অভিহিত মূল্যের ৩৫৮টি দরপত্রের মধ্যে ৩২.০৩ বিলিয়ন টাকার ১৫১টি দরপত্র গৃহীত হয়। এ সময়ে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ ছিল দাখিলকৃত দরপত্রের ৩৫.৪৬ শতাংশ এবং লক্ষ্যমাত্রার ৯৪.২০ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ১.৯৭ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। ডিভল্বমেন্টের হার লক্ষ্যমাত্রার ৫.৮০ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৭) মোট ৫৭.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৯৯.৭৯ বিলিয়ন টাকার দাখিলকৃত দরপত্রের মধ্যে ৪৭.৮১ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবর ৯.১৯ বিলিয়ন টাকা ডিভল্ব করা হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় এবং কুপন রেটের পরিসীমা ছিল যথাক্রমে ৫.১২৪৮ শতাংশ থেকে ৮.৪৭৭৩ শতাংশ এবং ৫.১৪০০ শতাংশ থেকে ৮.৫৪০০ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে সকল মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩১৪.৭৩ বিলিয়ন টাকা যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৭) শেষের স্থিতির তুলনায় ৭.০০ বিলিয়ন টাকা (০.৫৩ শতাংশ) এবং পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩৭.৫৯ বিলিয়ন টাকা (২.৯৪ শতাংশ) বেশি।

০৭-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ঃ জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে ০৭-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মোট ৬২টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামে ১৭৫৬.৫২ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৬০৫টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং এর মধ্যে ১৭৫৬.২৬ বিলিয়ন টাকার ৬০৪টি দরপত্র গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় হারের পরিসীমা ছিল ২.৯৭ শতাংশ থেকে ২.৯৮ শতাংশ। মার্চ, ২০১৮ শেষে ০৭ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি দাঁড়ায় ১২৫.৪৫ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৭) ১৫১৯.৭৫ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৬৯৮টি দরপত্র পাওয়া যায় যার সকল দরপত্রই গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত উভয় দরপত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৪-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ঃ জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে ১৪-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মোট ৪৫টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল নিলামে ২৮১.২৬ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যে ৮০টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং এর মধ্যে ২৮০.২৬ বিলিয়ন টাকার ৭৯টি দরপত্র গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয়ের হারের পরিসীমা ছিল ২.৯৭ শতাংশ থেকে ২.৯৮ শতাংশ। মার্চ, ২০১৮ শেষে ১৪ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি দাঁড়ায় ৩৯.৬৩ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৭) ৭৫১.৩০ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ১৩০টি দরপত্র পাওয়া যায় যার সকল দরপত্রই গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত উভয় দরপত্রের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩০-দিন মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ঃ জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে ৩০-দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের মোট ৪৪টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে ৪১.১০ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৭২টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়। গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় হারের পরিসীমা ছিল ২.৯৬ শতাংশ থেকে ২.৯৮ শতাংশ। মার্চ, ২০১৮ শেষে ৩০ দিন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি দাঁড়ায় ২০.৩৬ বিলিয়ন টাকা। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৭) ৬৭.৯৯ বিলিয়ন টাকা অভিহিত মূল্যের ৭৭টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং

সকল দরপত্রই গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে দাখিলকৃত এবং গৃহীত উভয় দরপত্রের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারেহ্রাস পেয়েছে।

আমানত ও আগামের সুদ হারঃ মার্চ ২০১৮ শেষে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আমানতের গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক ও পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫.৩০ শতাংশ। ডিসেম্বর ২০১৭ এবং মার্চ ২০১৭ শেষে এ সুদ হার ছিল যথাক্রমে ৪.৯১ শতাংশ ও ৫.০১ শতাংশ (চিত্র-৭)। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে আগামের (advances) গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৯.৭০ শতাংশ। ডিসেম্বর ২০১৭ এবং মার্চ ২০১৭ শেষে এ সুদ হার ছিল যথাক্রমে ৯.৩৫ শতাংশ ও ৯.৭০ শতাংশ (চিত্র-৭)। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সুদ হার ব্যবধান (Spread) ০.০৪ পার্সেন্টেজ পয়েন্টহ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪.৪০ শতাংশ।

চিত্র ৭-ঃ আমানত ও আগামের সুদ হার

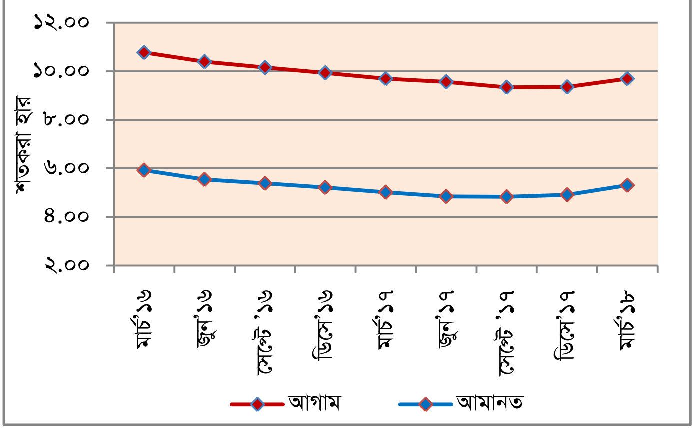

৪। বিনিময় হার পরিস্থিতি ঃ

(ক) নমিনাল বিনিময় হার (Nominal Exchange Rate)ঃ মার্চ ২০১৮ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান ডিসেম্বর ২০১৭ শেষের ৮২.৭০ টাকা থেকে শতকরা ০.৩১ ভাগ অবচিতি হয়ে ৮২.৯৬ টাকায় দাঁড়ায় (চিত্র-৮)। মার্চ ২০১৮ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ৩.৯৫ ভাগ অবচিতি হয়। মার্চ ২০১৭ শেষে টাকা-ডলারের বিনিময় হার ছিল ৭৯.৬৮ টাকা। উল্লেখ্য, বৈদেশিক মুদ্রার বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বাজারে ডলার ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ৬৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করে। কিন্তু এ সময়ে কোন মার্কিন ডলার ক্রয় করেনি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকেও বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ৯১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করেছিল কিন্তু কোন মার্কিন ডলার ক্রয় করেনি। উল্লেখ্য, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজার হতে মোট ১৯৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় এবং ১৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করেছিল।

চিত্র ৮-ঃ টাকা-ডলার বিনিময় হার

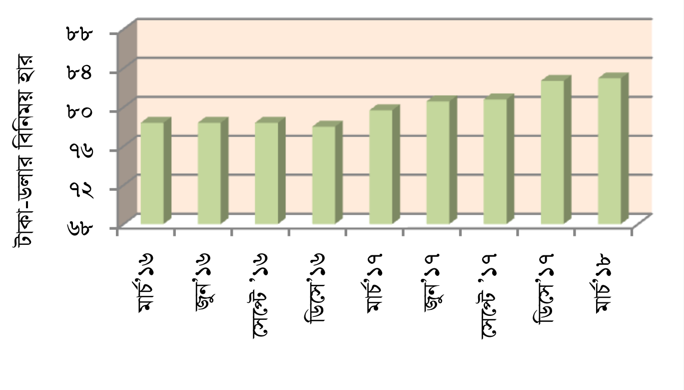

(খ) **প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার** (Real Effective Exchange Rate) ঃ সর্বশেষ প্রাপ্ত হিসাব অনুযায়ী জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক ডিসেম্বর শেষের ১০০.৬৬ থেকে ১.৮৮ শতাংশহ্রাস পেয়ে ৯৮.৭৭ এ দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ২.১৪ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে ১.০৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল।

৫। বৈদেশিক খাত ঃ জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৩.০১ শতাংশ বৃদ্ধি এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৫.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ০.৯১ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২২.১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৭.৬৯ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২৫.৭৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে বৈদেশিক বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৫৭৪সা/ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ ঘাটতির পরিমাণ ছিল ২৫২৭স/ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৮ শেষে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৩১৬সা/ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ হিসাবে ৮৫৫স/ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি ছিল। আলোচ্য সময়ে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (FDI) এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৯৫সা/ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ৬২০স/ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ঃ মার্চ, ২০১৮ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২৪০৩.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (চিত্র-৯) যা প্রায় ৬.৯২ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। উল্লেখ্য, মার্চ ২০১৭ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩২২১৫.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ছিল উক্ত সময়ের প্রায় ৮.২৬ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০ মে, ২০১৮ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩২০২৯.৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

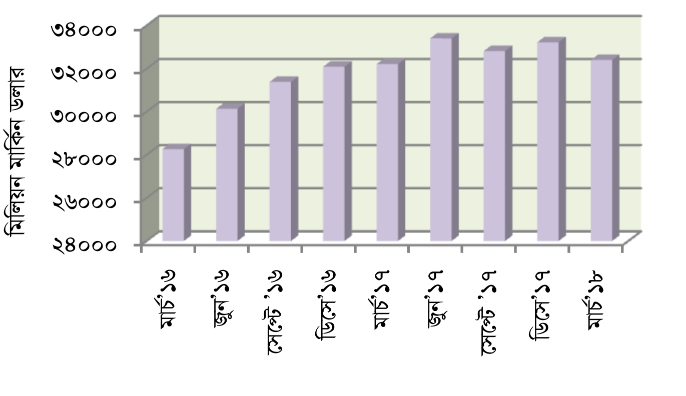

চিত্র-৯ঃ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

স= সংশোধিত।

সা=সাময়িক।

অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহঃ

জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক পরিস্থিতি সংযোজনী-১ এবং অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত কতিপয় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

- Asian Clearing Union ব্যবস্থার অধীনে লেনদেন সহজতর করার জন্য ACU দেশগুলোর মধ্যে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট লেনদেন নিস্পত্তির ক্ষেত্রে ACU ডলারের পাশাপাশি 'ACU ইউরো'কে পুনরায় চালু করতে অনুমোদিত ডিলারদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেই অনুযায়ী, 'জাপানী ইয়েন (JPY)'কে ACU ব্যবস্থার অধীনে লেনদেন নিস্পত্তির মুদ্রা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় সরকারি সিকিউরিটিজের Redemption Profile সুষম এবং ট্রেজারি বন্ডের সংখ্যা হ্রাসের লক্ষ্যে সরকারি সিকিউরিটিজের Buy-back কার্যক্রম পরিচালনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত অকশন ক্যালেন্ডার মোতাবেক Reverse Auction অথবা Over the counter (OTC)-এর মাধ্যমে ট্রেজারি বিল/বন্ডের Buy-back কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এক লক্ষ টাকা বা এক লক্ষ টাকার গুণিতক অংকের অভিহিত মুল্যে ট্রেজারি বিল/বন্ডের Buy-back করা হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে কারেন্ট একাউন্ট রক্ষিত আছে এরূপ সকল ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান সরাসরি Buy-back কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবে।
- হিমায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানির বিপরীতে নগদ সহায়তা প্রযোজ্য। এ বিষয়ে স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে যে, হিমায়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বরফ আচ্ছাদন (Protective Glaze) এবং ব্যবহৃত আনুষঙ্গিক আবশ্যিক উপাদান হিমায়িত মাছের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য হবে।
- সরকার দেশের রপ্তানি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ হতে সফটওয়্যার, আইটিইএস (Information Technology Enabled Services) ও হার্ডওয়্যার; দেশে সিনথেটিক ও ফেব্রিকস এর মিশ্রণে তৈরী পাদুকা; এবং দেশে তৈরী অ্যাকুমুলেটর ব্যাটারি (HS code: ৮৫০৭.১০ এবং ৮৫০৭.২০) রপ্তানির বিপরীতে ভর্তুকি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ সুবিধা ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর হতে জাহাজীকৃত/রপ্তানিকৃত সেবা/পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। নিজস্ব কারখানায়/প্রতিষ্ঠানে তৈরী সফটওয়্যার, আইটিইএস ও হার্ডওয়্যার রপ্তানির বিপরীতে নীট এফওবি মূল্যের ওপর ১০% হারে এবং দেশে সিনথেটিক ও ফেব্রিকস এর মিশ্রণে তৈরী পাদুকা ও দেশে তৈরী অ্যাকুমুলেটর ব্যাটারি (HS code: ৮৫০৭.১০ এবং ৮৫০৭.২০) রপ্তানির ক্ষেত্রে নীট এফওবি মূল্যের ওপর ১৫% হারে উৎপাদনকারী-রপ্তানিকারকের ভর্তুকি প্রাপ্য হবে। বিশেষায়িত অঞ্চল (ইপিজেড, ইজেড, এইচটিপি) এ অবস্থিত প্রতিষ্ঠান হতে রপ্তানির ক্ষেত্রে আলোচ্য সুবিধা প্রযোজ্য হবে না।
- পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য (এইচ এস কোড ২৭, ২৮, ২৯, ৩৯ অথবা প্রযোজ্য এইচ এস কোড) আমদানির জন্য এলসি খোলার প্রাক্কালে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বিইআরসি'র লাইসেন্সপ্রাপ্ত কিনা/লাইসেন্সের মেয়াদ আছে কিনা/যে পণ্য আমদানি করবে তা লাইসেন্সে উল্লেখ আছে কিনা এবং লাইসেন্সে উল্লেখিত পরিমাণগত ও গুণগত প্রাপ্যতা ঠিক আছে কিনা তা পরীক্ষা করে এলসি খোলার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

উপসংহার

সর্বোপরি, আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মুদ্রানীতির গৃহীত ব্যবস্থাদির কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি (এম২, অভ্যন্তরীণ ঋণ, রিজার্ভ মানি ইত্যাদি) মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক ছিল। অপরদিকে, ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের মাত্রা প্রতিবেশী ও তুলনীয় দেশগুলোর চেয়ে বেশি থাকায় তা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে মুদ্রানীতি কার্যক্রমের আওতায় আর্থিক খাতে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ; যেমন ঋণ শ্রেণীকরণ ও প্রভিশনিং সংক্রান্ত নির্দেশনা কঠোরকরণ, অনসাইট ও অফসাইট সুপাভিশন জোরদারকরণ এবং কর্পোরেট সুশাসন ও জবাবদিহিতার ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক

গবেষণা বিভাগ

(অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ)

কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক অবস্থা জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৮

সংযোজনী

(বিলিয়ন টাকায়)

	মার্চ ২০১৮	ডিসেম্বর ২০১৭	সেপ্টেম্বর ২০১৭	মার্চ ২০১৭	ডিসেম্বর ২০১৬	মার্চ ২০১৬	পরিবর্তন সমূহ				
							ডিসেম্বর'১৭ এর তুলনায় মার্চ'১৮	সেপ্টেম্বর'১৭ এর তুলনায় ডিসেম্বর '১৭	ডিসেম্বর'১৬ এর তুলনায় মার্চ' ১৭	মার্চ' ১৭ এর তুলনায় মার্চ' ১৮	মার্চ' ১৬ এর তুলনায় মার্চ'১৭
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৬৩০.৭১	২৬৪০.২৪	২৬৩০.৫৪	২৫৪১.৪৬	২৪৭২.৪৮	২২০৩.২৮	-৯.৫৩	৯.৭০	৬৮.৯৮	৮৯.২৫	৩৩৮.১৮
							-(০.৩৬)	(০.৩৭)	(২.৭৯)	(৩.৫১)	(১৫.৩৫)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	৭৯১০.৪২	৭৯১৯.৮৫	৭৬৫৬.৪৬	৭১০৬.৭৭	৭০৬৮.০৬	৬৩২৮.৫৭	-৯.৪৩	২৬৩.৩৯	৩৮.৭১	৮০৩.৬৫	৭৭৮.২০
							-(০.১২)	(৩.৪৪)	(০.৫৫)	(১১.৩১)	(১২.৩০)
ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	**৯৬৪২.০৬**	**৯৫২৫.৩৫**	**৯১৩৩.৪১**	**৮৪৫২.৪১**	**৮৩২০.৩৯**	**৭৫৩৪.৯০**	১১৬.৭১	৩৯১.৯৪	১৩২.০২	১১৮৯.৬৫	৯১৭.৫১
							(১.২৩)	(৪.২৯)	(১.৫৯)	(১৪.০৭)	(১২.১৮)
i) সরকারি খাত (নীট)	৭৪৫.৭৬	৮৭২.৬৬	৯৪৪.৩৮	৯০৩.১২	৯৮৬.৩৯	৯৯৭.৭৮	-১২৬.৯০	-৭১.৭২	-৮৩.২৭	-১৫৭.৩৬	-৯৪.৬৬
							-(১৪.৫৪)	-(৭.৫৯)	-(৮.৪৪)	-(১৭.৪২)	-(৯.৪৯)
ii) অন্যান্য সরকারি খাত	১৮১.৯৮	১৮২.৪৭	১৭৬.৭৭	১৬২.৮৮	১৬৩.৮০	১৭২.৭০	-০.৪৯	৫.৭০	-০.৯২	১৯.১০	-৯.৮২
							-(০.২৭)	(৩.২২)	-(০.৫৬)	(১১.৭৩)	-(৫.৬৯)
iii) বেসরকারি খাত	৮৭১৪.৩২	৮৪৭০.২২	৮০১২.২৬	৭৩৮৬.৪১	৭১৭০.২০	৬৩৬৪.৪২	২৪৪.১০	৪৫৭.৯৬	২১৬.২১	১৩২৭.৯১	১০২১.৯৯
							(২.৮৮)	(৫.৭২)	(৩.০২)	(১৭.৯৮)	(১৬.০৬)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-১৭৩১.৬৪	-১৬০৫.৫০	-১৪৭৬.৯৫	-১৩৪৫.৬৪	-১২৫২.৩৩	-১২০৬.৩৩	-১২৬.১৪	-১২৮.৫৫	-৯৩.৩১	-৩৮৬.০০	-১৩৯.৩১
							(৭.৮৬)	(৮.৭০)	(৭.৪৫)	(২৮.৬৯)	(১১.৫৫)
৩। মুদ্রা যোগান (এমর) (১+২)	**১০৫৪১.১৩**	**১০৫৬০.০৯**	**১০২৮৭.০০**	**৯৬৪৮.২৩**	**৯৫৪০.৫৪**	**৮৫৩১.৮৫**	-১৮.৯৬	২৭৩.০৯	১০৭.৬৯	৮৯২.৯০	১১১৬.৩৮
							-(০.১৮)	(২.৬৫)	(১.১৩)	(৯.২৫)	(১৩.০৮)
ক) সংকীর্ণ মুদ্রা	২২৫২.৭২	২৩৩৭.৭৫	২৩১৩.২৩	২০২৬.০৯	২০৪৪.৪৬	১৭১৪.৯৭	-৮৫.০৩	২৪.৫২	-১৮.৩৭	২২৬.৬৩	৩১১.১২
							-(৩.৬৪)	(১.০৬)	-(০.৯০)	(১১.১৯)	(১৮.১৪)
i) জনগণের হাতে থাকা মুদ্রা	১২৮১.৩৩	১২৯১.৩১	১৩২৮.২৩	১১৪১.১	১১৩১.৫৩	৯৬৫.৯৬	-৯.৯৮	-৩৬.৯২	৯.৫৭	১৪০.২৩	১৭৫.১৪
							-(০.৭৭)	-(২.৭৮)	(০.৮৫)	(১২.২৯)	(১৮.১৩)
ii) তলবি আমানত	৯৭১.৩৯	১০৪৬.৪৩	৯৮৫.০০	৮৮৪.৯৯	৯১২.৯৩	৭৪৯.০১	-৭৫.০৪	৬১.৪৩	-২৭.৯৪	৮৬.৪০	১৩৫.৯৮
							-(৭.১৭)	(৬.২৪)	-(৩.০৬)	(৯.৭৬)	(১৮.১৫)
খ) মেয়াদি আমানত	৮২৮৮.৪১	৮২২২.৩৫	৭৯৭৩.৭৭	৭৬২২.১৪	৭৪৯৬.০৮	৬৮১৬.৮৮	৬৬.০৬	২৪৮.৫৮	১২৬.০৬	৬৬৬.২৭	৮০৫.২৬
							(০.৮০)	(৩.১২)	(১.৬৮)	(৮.৭৪)	(১১.৮১)
৪। রিজার্ভ মুদ্রা	২১২২.৫০	২১৬৯.৮৪	২১৫২.৬	১৯২৬.১৩	১৯১৪.৯৮	১৬১৮.৮২	-৪৭.৩৪	১৭.২৪	১১.১৫	১৯৬.৩৭	৩০৭.৩১
							-(২.১৮)	(০.৮০)	(০.৫৮)	(১০.২০)	(১৮.৯৮)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৫২৯.০৬	২৫৩৪.৯৮	২৫০৮.১০	২৪২৩.৬৯	২৩৫৫.৩৯	২০৭৪.১৮	-৫.৯২	২৬.৮৮	৬৮.৩০	১০৫.৩৭	৩৪৯.৫১
							-(০.২৩)	(১.০৭)	(২.৯০)	(৪.৩৫)	(১৬.৮৫)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	-৪০৬.৫৬	-৩৬৫.১৪	-৩৫৫.৫	-৪৯৭.৫৬	-৪৪০.৪১	-৪৫৫.৩৬	-৪১.৪২	-৯.৬৪	-৫৭.১৫	৯১.০০	-৪২.২০
							(১১.৩৪)	(২.৭১)	(১২.৯৮)	-(১৮.২৯)	(৯.২৭)
৫। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত	১০০.৬৮	৯২.৩৯	৬৬.৯৫	-২.১৯	৪৮.৭৩	৪৭.২৪	৮.২৯	২৫.৪৪	-৫০.৯২	১০২.৮৭	-৪৯.৪৩
সরকারি খাতে নীট ঋণ							(৮.৯৭)	(৩৮.০০)	-(১০৪.৪৯)	-(৪৬৯৭.২৬)	-(১০৪.৬৪)
৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৩২৪০১.৮	৩৩২২৬.৯০	৩২৮১৬.৬০	৩২২১৫.২	৩২০৯২.২০	২৮২৬৫.৯০					
(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)											
৭। মোট তরল সম্পদ(বিলিয়ন টাকায়)	২৩৯৪.৯৫	২৫০৪.৬১	২৫৪১.৯১	২৫৮৮.০৫	২৬৮৬.৭২	২৬০১.৬২					
৮। টাকা-ডলার বিনিময় হার	৮২.৯৬	৮২.৭০	৮০.৮০	৭৯.৬৮	৭৮.৭০	৭৮.৪০					
(মাস শেষে)											
৯। প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার	৯৮.৭৭*	১০০.৮৯	১০২.৯৯	১০৭.১২	১০৮.৩০	১৪১.৫১					
(REER) সূচক (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬)											
১০। মূল্যস্ফীতির হার (বার মাসের গড় ভিত্তিক)	৫.৮২	৫.৭০	৫.৫৫	৫.৩৯	৫.৫১	৬.১					
(ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬)											

নোটঃ বন্ধনীভূক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, মনিটারী পলিসি ডিপার্টমেন্ট ও ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।